দি রোজ ড্রেসেস লিঃ ইসলাম গার্মেন্টস লিঃ ইসলাম ড্রেসেস লিঃ	বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত নীতিমালা **Non-Discrimination Policy.**		
মোট পৃষ্ঠা - ০৪	কার্যকরের তারিখ ৩১.০১.২০১১	সর্বশেষ নবায়নের তারিখ ০২.০১.২০২১	পরবর্তী নবায়নের তারিখ ০২.০১.২০২২

পরিধিঃ এই নীতিমালা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সকল কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিক সহ বোর্ড অব ডিরেক্টর এর অন্যান্য সদস্যের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই নীতিমালা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর জন্য প্রযোজ্য। এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত নীতিমালা হিসাবে. এটা ইসলাম গার্মেন্টস এন্ড গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বৈষম্যহীনতা সংক্রান্ত নীতিমালার সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	২
২	বৈষম্য সৃষ্টির উৎস	২
৩	বৈষম্য নিরসনের উপায়	২
৪	বৈষম্যরোধে কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি	২
৫	নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ	৩
৬	পরামর্শ কর্মসূচী, অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং নীরিক্ষণ কৌশল	৩
৭	নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য	৩
৮	জাতি, ধর্ম, বর্ণ, যুবক/বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দানঃ	৩
৯	কর্মীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে মজুরী প্রদান করা	৩
১০	মহিলা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন বিষয়ক প্রশ্ন না করা এবং মার্তৃত্বকালীন অবস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ না করাঃ	৩
১১	কর্মীদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম পালনে বাধা না দেয়া	২-৪
১২	রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থানের কারনে বৈষম্য না করা	৪
১৩	ব্যক্তিগত সম্পর্ককে যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা না করা	৪
১৪	আইনগত বিধিবিধানের প্রতি সম্মতি	৪
১৫	উপসংহার	৪

অবদানকারী	নাম	পদবী	যোগাযোগের মাধ্যম
অনুমোদনকারী	কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ		
ইস্যুকারী	কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ		
কর্তৃপক্ষ	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মনোয়ার সালেহিন, এনডিসি,পিএসসি(অব:)	নির্বাহী পরিচালক	monwar.salehin@islam-garments.com

যে সব নথীপত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে
বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনীসহ
বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫
কারখানার ব্যবসায়িক আচারণ বিধি ও নৈতিকতা
সরবরাহকারীর নৈতিকতা বিধি

ভূমিকা ঃ

অত্র কারখানা একটি শতভাগ রপ্তানীমুখী তৈরী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। অত্র কারখানায় যেন মানবাধিকার কোন ভাবে লংঘন না হয় সে জন্য কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট ভূমিকা পালন করে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অত্র করাখানায় যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমতার ভিত্তিতে কাজের ব্যবস্থা ও মজুরীর ব্যবস্থা করা যায় সে লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত বৈষম্যহীন নীতিমালা রয়েছে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে, অত্র কারখানায় কর্মরত সকল কর্মী পুরুষ, মহিলা মানবিকতা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে কারখানা কর্তৃক প্রদেয় সমান সুযোগ সুবিধা বৈষম্যহীনভাবে বিবেচিত হবে।

বৈষম্য সৃষ্টির উৎস ঃ

অত্র কারখানায় কোন ক্ষেত্রেই কোন ধরনের বৈষম্য করা হয় না নারী ও পুরুষ উভয়েরই সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার রয়েছে। তবে বৈষম্য সৃষ্টির সম্ভাব্য উৎস সমূহ নিম্নে বর্নিত হলোঃ যেমন, বর্ণ/ত্বকের রংয়ের ভিত্তিতে,লিঙ্গ/নারী ও পুরুষের ভিত্তিতে, ধর্ম ভিত্তিক বৈষম্য, রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে, জাতীয় নিষ্কানের উপর ভিত্তি করে, সামাজিক উৎসের ভিত্তিতে, গোত্র, জাতি, বংশের ভিত্তিতে, শারিরিক ও মানষিক অক্ষমতার ভিত্তিতে, মরনঘাতি ব্যাধি যেমন, এইচ আইভি, এইডস স্থিতির উপর ভিত্তি করে, যৌন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, বৈবাহিক অবস্থার ভিত্তিতে, গর্ভাবস্থায়/মাতৃত্বজনিত কারনে, বয়সের ভিত্তিতে, শ্রমিক সংগঠনের সদস্যতার ভিত্তিতে, জাতীয়তা বা বিদেশী অভিবাসিদের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিকতা, এবং ভাষাগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে, নিয়োগের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরন প্রদানের ক্ষেত্রে, মজুরী ও পদোন্নতীর ক্ষেত্রে, কাজের পরিস্থিতিতে, শৃংখলা/ অনুশাসনের ক্ষেত্রে ও চাকরির অবসানের / পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য এ ছাড়াও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, দক্ষতা ও মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ইনসেন্টিভ প্রদানের ক্ষেত্রে, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, ছুটি, অধিকাল কর্ম (OT) , চিকিৎস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহকে অত্র কারখানায় বৈষম্য সৃষ্টির উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বৈষম্য নিরসনের উপায় ঃ

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে, অত্র কারখানায় কর্মরত সকল পুরুষ এবং মহিলা মানবিকতা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে কারখানা কর্তৃক প্রদেয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমানভাবে বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় গুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে -

এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে -

১. উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য পরিহার,
২. অধিকতর উন্নত মানবিক নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা তৈরি করন,
৩. প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীদের কাজকে অধিকতর সহজীকরন,
৪. কর্ম নকশা/পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠানিক নীতিমালা সুসংহত করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রথাগত এবং ঐতিহ্যগত বৈষম্যগুলো দুরীকরণ,
৫. প্রার্থীর ধী-শক্তি এবং পছন্দেও প্রবনতা স্বাপেক্ষে তাদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

বৈষম্য রোধকল্পে কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি ঃ

অত্র কারখানায় সকল ধরনের বৈষম্য পরিহার করে কারখানা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকেন।বর্ণ/ ত্বকের রংয়ের ভিত্তিতে,লিঙ্গ/নারী ও পুরুষের ভিত্তিতে, ধর্ম ভিত্তিক বৈষম্য, রাজনৈতিক মতামতের ভিত্তিতে, জাতীয় নিষ্কানের উপর ভিত্তি করে, সামাজিক উৎসের ভিত্তিতে, গোত্র, জাতি, বংশের ভিত্তিতে, শারিরিক ও মানষিক অক্ষমতার ভিত্তিতে, মরনঘাতি ব্যাধি যেমন, এইচ আইভি, এইডস স্থিতির উপর ভিত্তি করে, যৌন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে, গর্ভাবস্থায় / মাতৃত্বজনিত কারনে, বয়সের ভিত্তিতে, শ্রমিক সংগঠনের সদস্যতার ভিত্তিতে, জাতীয়তা বা বিদেশী অভিবাসিদের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিকতা, এবং ভাষাগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে, নিয়োগের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরন প্রদানের ক্ষেত্রে, মজুরী ও পদোন্নতীর ক্ষেত্রে, কাজের পরিস্থিতিতে, শৃংখলা / অনুশাসনের ক্ষেত্রে ও চাকরির অবসানের / পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য এ ছাড়াও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, দক্ষতা ও মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, ইনসেন্টিভ প্রদানের ক্ষেত্রে, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, ছুটি, অধিকাল কর্ম (OT), চিকিৎস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্যরোধ কল্পে অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ সর্বদা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়াও বৈবাহিক অবস্থা কিংবা পারিবারিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কিত কোন ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্য কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। অত্র কারখানায় যদি কোন কর্মীর সাথে কেউ বৈষম্যমূলক আচারন করে থাকে তা নিশ্চিত হলে তাৎক্ষনিক বৈষম্য নিরসনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। যেমনঃ প্রতারিত ব্যক্তির থেকে জানা সনাক্ত করা এবং কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে সেটা সনাক্ত করে কর্মীকে তাৎক্ষনিক তার প্রাপ্য সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা যেমনঃ অসুস্থ্যতাজনিত ছুটি, ঔষধ, চিকিৎস্যা প্রদান এছাড়াও, নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকা নেয়া,বন্ড নেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে যদি কোন কর্মীর সাথে বৈষম্যে করা হয় সেটা নিশ্চিত হলে তাৎক্ষনিক তাকে টাকা ফেরত দেয়া। বৈষম্যকারী ব্যক্তি/প্রতারকের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ধরন বুঝে তাৎক্ষনিক আইনানুযায়ী ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়।প্রতারিত ব্যক্তিকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান সুনিশ্চিত করা হয়।

নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ ঃ

অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ সর্বদা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর মেধাবী প্রার্থীর প্রতি গুরুত্বরোপ করে, নিরপেক্ষ উপায়ে প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে, নিরপেক্ষ এবং মেধার ভিত্তিতে প্রশিক্ষন, পুনঃপ্রশিক্ষন এবং পদোন্নতি প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটায়। এছাড়াও বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবধান ঘোচানোর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীদেরকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষ মহিলা কর্মীদের শিক্ষা, পুনঃশিক্ষা, প্রশিক্ষন, পুনঃপ্রশিক্ষন গ্রহনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করে যেন মহিলা কর্মীগন তাদের চাকুরী কালীন পদোন্নতি এবং কর্মজীবন উন্নয়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ-কর্মরত মহিলা কর্মীগনের পারিবারিক দায়িত্ববোধের প্রতি পূর্ন সমর্থন প্রদান করা, মহিলা কর্মীগনের মাতৃকালীন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল আইনগত বাধ্যবাধকতা গুলো মেনে চলা ও যৌন হয়রানিমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করে যৌন হয়রানি মুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করে থাকে।

পরামর্শ কর্মসূচী, অভিযোগ প্রক্রিয়া এবং নীরিক্ষণ কৌশল ঃ

কর্তৃপক্ষ ফলপ্রসূ যোগাযোগ এবং পরামর্শমূলক কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে বৈষম্যহীনতা নীতিমালার উদ্দেশ্য সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করে থাকে। যে কোন ধরনের বৈষম্যের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে থাকে এবং সে অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয় সমুহের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে-

(ক) নীরিক্ষন এবং নিয়ন্ত্রন কৌশল, (খ) যোগাযোগ পদ্ধতি, (গ) চাকুরীতে উন্নয়ন, (ঘ) বিশেষ জনশক্তি নিয়োগ এবং প্রশিক্ষন কর্মসূচী, (ঙ) সমন্বয়, অভিযোগ পদ্ধতি এবং ফলোআপ কর্মসূচী।

নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ

অত্র কারখানায় একটি বৈষম্যহীন বাস্তব সম্মত নীতিমালা" প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির আলোকে বৈষম্যহীনতা নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করেনঃ বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই ভাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশনেও এই নীতিমালাকে সমুন্নত রাখা হয়েছে। এ অঙ্গীকার ও নীতিমালা মোতাবেক অত্র কারখানায় "বৈষম্যহীনতার নীতিমালা" প্রণয়ন ও উহা সঠিক ভাবে অনুসরণ করে। ৫

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, যুবক/বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দানঃ

অত্র কারখানায় সমতার ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ করে থাকে। এখানে কোনরূপ বৈষম্যই স্থান পায় না। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিক তার জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ ব্যাপারে দেশের প্রচলিত আইন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন পরিপালনে কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অঙ্গীকার ঃ অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার হল বৈষম্যহীন যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীবাহিনী গঠন ও তাদের সাহায্যে একটি সুন্দরতম পরিবেশের সৃষ্টি ও মান সম্পন্ন পোষাক তৈরী যা বহিঃবিশ্বে দেশের জন্য সুনাম ও অর্থ দুই'ই বয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কর্মীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে মজুরী প্রদান করাঃ

কর্তৃপক্ষ সকল প্রকার বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেন না। কর্মী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বদাই বৈষম্যহীন কর্মী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও আইনগত বিধান সমুহ অনুসরন করে।

নারী শ্রমিক দূর্বল, পুরুষ শ্রমিক সবল এরূপ কোন ধারনায় অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে না। কর্মীর পরিচয় সে মানুষ এবং তার কাজের মাধ্যমে সে একজন দক্ষ কর্মী। কর্মীর এ দক্ষতার মাধ্যমেই তার যোগ্যতার বিচার করা হয়। আর যোগ্যতাই এখানে বিবেচনার একমাত্র মাপকাঠি।

অঙ্গীকার ঃ "বিশ্বে যা কিছু চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" এ বাণীকে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং এ ব্যাপারে বৈষম্যহীন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মহিলা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন বিষয়ক প্রশ্ন না করা এবং মার্তৃত্বকালীন অবস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ না করাঃ

নারীকে তার যোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং প্রাকৃতিক নিয়মে নারীর মা হওয়াকে অত্র কারখানা স্বাভাবিকই মনে করে। তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর মা হওয়া বা মাতৃত্বকালীন অবস্থা বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্ন করা অবাস্তব মনে করে। মাতৃত্ব অবস্থায় তাই কোন কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় না।

অঙ্গীকার ঃ নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ তাই অত্র কারখানা একটি অনন্যসাধারণ শিল্প পরিবার, যেখানে বর্ণ-বৈষম্যকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

কর্মীদেরকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম পালনে বাধা না দেয়াঃ

ধর্ম প্রতিটি মানুষের একান্ত নিজস্ব অনুভুতি বা বিশ্বাসের ব্যপার। এখানে জোর খাটানোর কোন অবকাশ নাই। প্রতিটি কর্মী তার নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম কর্ম পালন করবে। এতে বাধা দেওয়ার বা অনুরূপ কিছু করা আইনের চোখেও দন্ডনীয় অপরাধ।

অঙ্গীকারঃ অত্র কারখানার সকল কর্মীগণ তাদের নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে নিজ ধর্ম পালনে উৎসাহিত করে। প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসের কর্মীদের তাই তার ধর্ম পালনের সুবিধার জন্য ছুটিসহ সব রকম সহযোগিতা করে। এটা আমাদের অঙ্গীকার।

রাজনৈতিক বিশ্বাস বা সামাজিক অবস্থানের কারনে বৈষম্য না করাঃ

ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট এ ধরণের কোন বৈষম্যমূলক নীতিমালা অত্র কারখানা কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করে না। রাজনৈতিক বিশ্বাস বা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের বিষয়টি কখনই বিবেচ্য বিষয় হয় না। এখানে সকলকে সমতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদোন্নতি বা অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়।

অঙ্গীকারঃ শ্রেনী বৈষম্যহীন শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলা আমাদের অঙ্গীকার।

ব্যক্তিগত সম্পর্ককে যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা না করাঃ

কর্মীকে তার যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতিসহ সব রকম সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনই যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়না বরং এটা দন্ডনীয় হিসাবে নিন্দনীয়।

অঙ্গীকার ঃ যোগ্যতা, সময়ানুবর্তিতা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতাই অত্র কারখানার বিবেচ্য বিষয়। বাহিরের ব্যক্তিগত সম্পর্কটি বিবেচনার বাহিরেই থাকে। কেননা বৈষম্যহীন শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলাই এর অঙ্গীকার।

আইনগত বিধিবিধানের প্রতি সম্মতি ঃ

অত্র কারখানায় সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে সমান ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা, প্রশিক্ষন, পুনঃপ্রশিক্ষন, মজুরী, মাতৃকালীন সময়ে সুবিধা সমুহ, যৌন নীপিড়নের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে সকল সাংবিধানিক ও আইনগত রক্ষাকবচের প্রতি কর্তৃপক্ষ পূর্ন সমর্থন প্রদান করে।

উপসংহার ঃ

বৈষম্য একটি সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধিকে আমাদের সমাজ থেকে সমূলে তুলে ফেলতে হবে। তবে এ নীতিমালা স্বতস্ফুর্তভাবে মেনে চলা আমাদের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব। তাই কারখানা কর্তৃপক্ষ বৈষম্যহীন বা সমতা নীতি বাস্তবায়নে নিরন্তর প্রচেষ্টা সর্বক্ষণ বহমান রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে সময়ের সাথে সাথে এ নীতিমালা পরিমার্জন, পরিবর্ধন, ও উন্নয়নের সুযোগ থাকবে।

M M SALEHIN
Executive Director
Islam Dresses Ltd.
...ngora, Ashulia, Savar, Dhaka.

ISLAM DRESSES LIMITED Date:........
THE ROSE DRESSES LIMITED Date
ISLAM GARMENTS LIMITED Date:........